বিআর১৯

মঙ্গল জাতের ধান
সমৃদ্ধির অপর নাম

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৯ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম মঙ্গল। এটি হাওড় অঞ্চলের ধান।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের কান্ড লম্বা কিন্তু মজবুত।
- গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেন্টিমিটার।
- পাতা এবং কান্ড গাঢ় সবুজ।
- ডিগপাতা ছোট ও খাড়া।
- পাকার সময় শীষ উপরে থাকে।
- চাল লম্বা, সরু এবং স্বচ্ছ।

বিআর১৯

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

হাওড়, বাওর আর বিলাঞ্চলে এ জাতের আবাদ করা উচিত। কারণ এর কান্ড লম্বা, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

জীবনকাল

এ জাতটির জীবনকাল ১৬৫-১৭০ দিন।

ফলন

ফলন হেক্টরপ্রতি ৬.০-৬.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)।

২. **রোপনের সময় ঃ** ৩০ অগ্রহায়ণ-১৫ পৌষ)।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পযর্ন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. **ফসল কাটা ঃ** ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd